চাঁদপুরের দক্ষিণে অবস্থিত গুলসিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ভারতীয় চররা গ্রামটিতে পৌঁছা মাত্র রাজাকাররা তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে ৫ জনকে হত্যা করে। অন্যান্যরা ৩৭ ৭৫ রাউণ্ড গুলিসহ ৩টি রাইফেল, ১১টি ম্যাগাজিন সহ ২টি ষ্টেনগান ও ৬০টি হাতবোমা ফেলে পালিয়ে যায়।

রাজশাহী থেকে প্রাপ্ত অপর এক খবরে বলা হয় যে আল বদর-রাজাকাররা গতকাল নওগাঁর ১০ মাইল দক্ষিণে চৌধুরী ভবানীপুরের কাছে ভারতীয় চরদের একটি গোপন আড্ডায় হানা দেয়। তাদের আগমনের খবর পেয়ে ভারতীয় চররা ১ হাজার ৪শ রাউণ্ড গুলিসহ ৭টি রাইফেল, ৩৫টি হাতবোমা, ও ১৩০ পাউণ্ড বিস্ফোরক দ্রব্য ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

— দৈনিক পাকিস্তান, ৭ নভেম্বর, ১৯৭১।

বদর দিবস পালিত
পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা

গতকাল রোববার বদর দিবস পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গত কাল বিকেলে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্র সংঘের উদ্যোগে এক গণ-জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। এরপর এক মিছিল বেরোয়। গণজমায়েতে পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মোজাহিদ এই বদর দিবস উপলক্ষে সংঘের পক্ষ থেকে একটি ৪ দফা ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে—

(১) "দুনিয়ার বুকে হিন্দুস্তানের কোন মানচিত্রে আমরা বিশ্বাস করিনা যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুক থেকে হিন্দুস্তানের নাম মুছে না দেয়া যাবে ততদিন পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেবনা।" লাইব্রেরী সমূহের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি তার দ্বিতীয় দফা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন —

(২) "আগামী কাল থেকে হিন্দু লেখকদের কোন বই অথবা হিন্দু-দের দালালী করে লেখা পুস্তকাদি লাইব্রেরীতে স্থান দিতে পারবেননা বা বিক্রি বা প্রচার করতে পারবেননা। যদি কেউ করেন তবে পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী সেচ্ছাসেবকরা জালিয়ে ভস্মা করে দেবে"। জনাব মুজাহিদের বাকি দুটি ঘোষণা হল :

(৩) পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী সেচ্ছাসেবকদের সম্পর্কে বিরূপ প্রচার করা হচ্ছে। যারা এই অপপ্রচার করছে তাদের সম্পর্কে হুশিয়ার থাকুন এবং

(৪) বায়তুল মোকাদ্দাসকে উদ্ধারের সংগ্রাম চলবে। জনাব মুজাহিদ এই ঘোষণা-কে বাস্তবায়িত করার জন্য ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, জনতার প্রতি আহ্বান জানান, তিনি বলেন, —"এই ঘোষণা বাস্তবায়িত করার জন্যে শির উঁচু করে, বুকে কোরান নিয়ে মর্দে মুজাহিদের মতো এগিয়ে চলুন। প্রয়োজন হলে নয়া দিল্লী পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে আমরা বৃহত্তর পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করবো"।

জমায়েতে ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা দেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সংঘের সাধারণ সম্পাদক জনাব মীর কাশেম আলী। তিনি বলেন যে,—আজকের বদর দিবসের শপথ হলো :

(ক) ভারতের আক্রমণ রুখে দাঁড়াবো। (খ) দুষ্কৃতিকারীদের খতম করবো। (গ) ইসলামী সমাজ কায়েম করবো। জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক বলেন যে, আজকের এই ১৭ই রমজানের পবিত্র দিনে বদরের বীরত্বপূর্ণ ঘটনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা বাতিল শক্তিকে নির্মূল করার শপথ নতুন করে নিচ্ছি। গণজমায়েতের প্রত্যেক বক্তা পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার জন্যে দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা ঘোষণা করেন।

পাকিস্তানের সীমান্তে ভারতীয় হামলা চলছে বলে উল্লেখ করে জনগণকে এর বিরুদ্ধে একাত্ম হয়ে সংগ্রাম করার জন্যে তারা আহ্বান জানান। ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ থেকে প্রেরণা ও শিক্ষা লাভের জন্যেও তারা আহ্বান জানান। সভার পর এক মিছিল বেরোয়। নওয়াবপুর রোড হয়ে বাহাদুরশাহ পার্কে গিয়ে তা শেষ হয়। মিছিলের কয়েকটি শ্লোগান ছিল : ১। আমাদের রক্তে পাকিস্তান টিকবে। ২। বীর মুজাহিদ অস্ত্র ধর, ভারতকে খতম কর। ৩। মুজাহিদ এগিয়ে চল, কলিকাতা দখল কর। ৪। বদর দিবস সফল হোক। ৫। ভারতের চরদের খতম কর ইত্যাদি।

—দৈনিক পাকিস্তান, ৮ নভেম্বর, ১৯৭১।

সিলেট ও পাবনায় রাজাকার তৎপরতা।

গতকাল সোমবার রাজাকাররা সিলেট ও পাবনায় ভারতীয় চর বহনকারী ৯টি নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছে। ঢাকায় প্রাপ্ত এপিপি পরিবেশিত খবরে জানা গেছে, নৌকা যোগে প্রায় দুই শত ভারতীয় চর সিলেটের জাকিগঞ্জের নিকট পাকিস্তানী এলাকায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে এই খবর জানতে পেরে ৫০ জন রাজাকার উক্ত এলাকায় গমন করে এবং শত্রুর অপেক্ষায় ওৎ পেতে থাকে।

নৌকাগুলো সীমান্তের এপাশে আসার সাথে সাথে রাজাকাররা তাদের উপর গুলিবর্ষণ করে। ভারতীয় চররা পাল্টা গুলি ছোড়ে এবং রাজাকারদের মারধর করার উদ্দেশ্যে নৌকা থেকে নামানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তাদেরকে একাজ করার সুযোগ দেয়া হয়নি। তাদের অধিকাংশ নৌকাতেই আঘাত পায় এবং অন্যান্যরা নৌকা সমেত পানিতে ডুবে যায়। ৩টি নৌকা ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্যান্য নৌকা ভারতীয় এলাকায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

রাজাকারদের গুলিতে পাবনা জেলার টিকোরির নিকট ভারতীয় চরবাহী আরও ৬টি নৌকা উল্টে পানিতে ডুবে গেছে। অপর এক খবরে জানা যায় যে গতকাল সোমবার রাজাকাররা রংপুর ও কুমিল্লা জেলার একটি রেল সেতু ও একটি সড়কসেতু রক্ষা করেছে। রেল সেতুটি রংপুর জেলার গাইবান্ধার ২ মাইল দক্ষিণ ত্রিমোহনিতে